WELLAND GOULDSMITH SCHOOL, PATULI

CLASS - VIII

BENGALI 2ND LANGUAGE

SESSION - 2020 - 2021

ANSWER KEY

গদ্য – আমার কল্পনার ভারত

1. নিচের প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও :

ক) বর্তমান ভারতে জাতির জনক বলতে কাকে বোঝায়?
উ: বর্তমান ভারতে জাতির জনক বলতে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মহাত্মা গান্ধীকে বোঝায়।

খ) গান্ধীজীর মতে পশুশক্তির উপাসক কারা?
উ: মহাত্মা গান্ধীর মতে ভারতীয়রা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি পশুশক্তির উপাসক।

গ) ভারতবর্ষ কোন শক্তির উপাসক?
উ: নিজে কর।

2 . বোধগম্যতার পরীক্ষামূলক প্রশ্ন :

১. "এইরূপ ভারতেরই আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।"
ক) বক্তা কে?
খ) বক্তার স্বপ্নের ভারতের রূপ বর্ননা কর।

উ: ক) আলোচ্য অংশটির বক্তা হলেন মহাত্মা গান্ধী।

খ) বক্তা মহাত্মা গান্ধী আলোচ্য প্রবন্ধে এক আদর্শ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর স্বপ্নের ভারতে কোন খারাপ বিষয়ের প্রসার থাকবে না। এই ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী কে নেতৃত্ব দেবে। ভারত তার আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে পশুশক্তিকে হারিয়ে দেবে। তিনি চেয়েছিলেন যে

তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষে কোন শ্রেণীবিভাজন থাকবে না। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকবে না। নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। মাদকদ্রব্যের নেশা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন ও শক্তিশালী হয়ে সারা পৃথিবীর উন্নতি করতে হবে।

২. "এই জন্যই আমি ভারতের স্বাধীনতা চাই ।"
ক) কে, কিজন্য ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছেন?
খ) এই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর ।

উ : নিজে কর।

3. ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

১. " ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ কর্মভূমি – ভোগভূমি নহে।"
ক) কার লেখা কোন রচনার অংশ?
খ) এই অংশটির ভাবার্থ লেখ।

উ: ক) আলোচ্য অংশটি মহাত্মা গান্ধী রচিত 'আমার কল্পনার ভারত' প্রবন্ধের অন্তর্গত।

খ) গান্ধীজী মনে করেন যে ভারতীয়রা কর্মবাদে বিশ্বাসী, তারা ভোগবাদে বিশ্বাসী নয়। ভোগের মাধ্যমে তারা জীবন যাপন করে না। কর্মই তার মূল মন্ত্র। ভারতবর্ষই একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে পারে। ভারতেরই আছে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা।

২. " এই আদর্শের পূরণ না হইলে অন্য কিছুতে আমি সন্তুষ্ট হইব না।"
ক) বক্তা কে?
খ) এখানে কোন্ আদর্শের কথা বলা হয়েছে?
গ) আদর্শ পূরণ না হলে কি হবে?

উ: ক) আলোচ্য অংশের বক্তা হলেন মহাত্মা গান্ধী।

খ) এখানে বৈষম্যমূলক ও জনস্বার্থের পরিপন্থী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীজী সোচ্চার হয়েছেন। তিনি বলেছেন যে কারো স্বার্থে আঘাত না

করে মানুষের মঙ্গল করতে হবে। এই আদর্শের কথা এখানে বলা হয়েছে।

গ) এখানে গান্ধীজী যে সব আদর্শের কথা বলেছেন তা পূরণ না হলে তিনি কোনমতেই সন্তুষ্ট হবেন না।

4. ব্যাকরণ :

ক) শব্দার্থ লেখ :
মুখ্যত –প্রধানত
আধ্যাত্মিক – ঈশ্বর বিষয়ক / পারমার্থিক
পরিপন্থী – নিজে কর
উদ্‌বুদ্ধ – উৎসাহিত
সৌধ – নিজে কর

খ) বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :
বর্তমান – অতীত
জয় – পরাজয়
শান্তি – নিজে কর
ক্ষুদ্র – বৃহৎ
সন্তুষ্ট – নিজে কর

গ) সমার্থক শব্দ লেখ :
পৃথিবী – নিজে কর
যুদ্ধ – রণ, লড়াই, সংগ্রাম
ইচ্ছা – বাসনা, অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা

ঘ) পদান্তর কর :
কল্পনা – নিজে কর
অস্পৃশ্যতা – অস্পৃশ্য

পৃথিবী – নিজে কর
আঘাত – আহত
ব্যয়িত – ব্যয়

ঙ) বাক্য রচনা কর :
নগন্য – নিজে কর
আমূল – বিজ্ঞান আমাদের সমাজের আমূল
পরিবর্তন ঘটিয়েছে।
কাম্য – অপরের ক্ষতি চাওয়া আমাদের কাম্য নয়।